কলকাতার উচ্চ আদালত

দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননিয় বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২০ সালের এফএমএটি ৫১৯

সহ

২০২০ সালের সি এ এন ১, ২০২০ সালের সি এ এন ২

সিবানী পারুই

বনাম

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন

আপিলকারীর পক্ষেঃ শ্রী রাজদীপ ভট্টাচার্য, আইনজীবী

উত্তরদাতাদের পক্ষেঃ শ্রীমতী সুচরিতা পল, আইনজীবী

শুনানিঃ ২৮.০৮.২০২৩

বিচারঃ ২৬.০৯.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তঃ

১. আপিলকারী ২০ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, ফাস্ট ট্র্যাক, চতুর্থ আদালত, উত্তর ২৪-পরগনা, বারাসত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং রোয়েদার বিরুদ্ধে এই তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করেছেন, যেখানে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল রায় এবং রোয়েদারের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ৩,৯৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। অনাদায়ে, মোটরযান আইন, ১৯৮৮ (এর পরে "উল্লিখিত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে দায়ের করা একটি মৃত্যু মামলায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চূড়ান্তভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৭% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

২. আপিলকারী/দাবীদারের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ভট্টাচার্য দুটি আবেদন দাখিল করেন। প্রথমত, আপিলকারী নং ২-এর নাম তার মৃত্যুর কারণে আপিলের স্মারকলিপি থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন। আপিলকারী নং ১ এখন ভুক্তভোগীর একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি। আপিলকারী উক্ত আবেদনের সাথে মৃত্যু সনদও সংযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাৎক্ষণিক আপিল দাখিলের ৩৭৮ দিনের বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেদন। তিনি উক্ত আইনের ধারা ১৭৩(১) এর অধীনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপিল দাখিল না করার কারণগুলি দেখানোর জন্য অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ উল্লেখ করেছেন। তিনি উভয় আবেদন মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেন।

৩. উপরন্তু, এটি জমা দেওয়া হয় যে বিতর্কিত রায় এবং রায়কে চ্যালেঞ্জ করার কারণগুলি খুব সহজ বিষয়গুলির সাথে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং প্রকৃত সাধারণ ক্ষতির শিরোনামে ক্ষতিপূরণের অনুমতি না দিয়ে গুরুতর ভুল করেছিল। এলডি ট্রাইব্যুনাল আরও ভুলভাবে ১৭ এর পরিবর্তে ১৬ হিসাবে গুণককে বেছে নিয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত খেলাপি তারিখ থেকে ৭ শতাংশ সুদ প্রদান করা উচিত, যদিও এটি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে সুদের অনুমতি দেওয়া উচিত চূড়ান্ত উপলব্ধি পর্যন্ত আবেদন।

৪. আরও বলা হচ্ছে যে, সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এখন আইনের নীতিতে এটি প্রতিষ্ঠিত যে দাবিদার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, সাধারণ ক্ষতিপূরণ এবং সুদ পাওয়ার অধিকারী। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে উত্থাপিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার পর, বিজ্ঞ আইনজীবী অবশেষে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

৫. বিপরীতে, বিবাদী/বীমা কোম্পানির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আপিলকারী/দাবীদারের বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনের উপর আপত্তি উত্থাপন করেন এবং আরও বলেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আপিলকারী/দাবীদারের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে যথাযথভাবে ৩,৯৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন। সুতরাং, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬. উভয় পক্ষের আবেদনগুলি বিশদভাবে এবং নথিতে উপলব্ধ উপাদানগুলি পর্যালোচনার পরে, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে আবেদনকারী/দাবিদার নং ২-এর তাৎক্ষণিক আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং আবেদনকারী/দাবিদার নং ১ একমাত্র আইনী উত্তরাধিকারী/উত্তরসূরি হিসাবে ইতিমধ্যে রেকর্ডে রয়েছে। তদনুসারে, তার নাম আপিলকারী/দাবিদার নং ২ হচ্ছে আপিলের স্মারকলিপির কারণ শিরোনাম থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

৭. বিলম্ব মওকুফের আবেদনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ আইনজীবী অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, উক্ত আইনের ধারা ১৭৩(১) এর অধীনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপিল দায়ের না করার জন্য পর্যাপ্ত কারণের কারণে আপিলকারীকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। উক্ত আবেদনটি পর্যালোচনা করার পর, মনে হচ্ছে আপিলকারী/দাবীদার কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, যা যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, আপিল দায়েরে বিলম্ব এতদ্বারা মওকুফ করা হচ্ছে। অতএব, আবেদনকারী/দাবীদার কর্তৃক দাখিল করা উভয় আবেদনই মঞ্জুর করা হয়েছে।

৮. মোটর ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার কারণে দুর্ঘটনার পদ্ধতি এবং ভুক্তভোগীর মৃত্যু নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। দাবিদাররা এ দাবি মামলা দায়ের করেছিলেন এর প্রভাব যে ০২.০২.২০১৩-এ রাত ৮টা থেকে রাত ৮টা ৩০ পর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটে

থানা হাবড়ার অধীনে সিমুলপুরের কাছে চাপড়া কালিতালা বাইপাস-এ বেপরোয়া ও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে ডব্লিউ. বি-২৫ডি ৮২৪৪ নম্বর রেজিস্ট্রেশন বহনকারী অপরাধী গাড়ির চালকের পক্ষ থেকে শেয়ার র্যাশ ও অবহেলার কারণে স্বপন পারুলি চাপড়া কালিতালা বাইপাসের একেবারে বাম দিক দিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি পি. এস. হাবড়ার অধীনে সিমুলপুর ওক্যা সম্মিলনীর কাছে পৌঁছান। বস্তুগত সময়ে, নং. ডব্লিউ. বি-২৫ডি ৮২৪৪ বহনকারী গাড়িটি হঠাৎ করে খুব দ্রুতগতিতে, বেপরোয়া ও অবহেলার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং এক মুহূর্তের ভগ্নাংশে, অপরাধী গাড়ির চালক উক্ত গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং স্বপন পারুইয়ের উপর দিয়ে চলে যায়। ফলস্বরূপ, স্বপন পারুই তার ব্যক্তির উপর গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন এবং তাকে হাবরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে উপস্থিত ডাক্তার তাকে ঘোষণা করেছিলেন মৃত আনা হয়েছে।

৯. আপিলকারী/দাবীদার অপরাধী গাড়ির মালিককে বিবাদী নং ২ এবং বীমাকারী - ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে বিবাদী নং ১ হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। অপরাধী গাড়ির মালিক প্রাথমিক পর্যায়ে দাবির মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং মামলাটি শুরু থেকেই তার বিরুদ্ধে একতরফাভাবে পরিচালিত হয়েছিল। অন্যদিকে, ন্যাশনাল বীমা কোং লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং দাবিদার/আপিলকারীর করা সমস্ত অভিযোগকে আরও অস্বীকার ও বিতর্কিত করে এবং অবশেষে মামলাটি খারিজের জন্য আবেদন করে।

১০. আপিলকারী/দাবিদার সিবানী পারুইকে পি. ডব্লিউ. ১ এবং মৃণাল রায়কে পি. ডব্লিউ. ২ হিসাবে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পরীক্ষা করেছেন। পি. ডব্লিউ. ১ মামলাটি দাবির আবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন এবং আরও বিভিন্ন নথি দাখিল করেছেন যেমন প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেদনের প্রত্যয়িত অনুলিপি, স্বপন পারুইয়ের মৃত্যু শংসাপত্র, বীমা পলিসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভুক্তভোগীর ভোটার কার্ড, দাবিদার/আপিলকারীর ভোটার কার্ড ইত্যাদি। সেই নথিগুলি যথাক্রমে ১ থেকে ১০ টি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে, জেরা চলাকালীন বীমা সংস্থা তার প্রমাণ ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি তার স্বামীর মাসিক আয় প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি দাখিল করেননি। তিনি জেরা চলাকালীন আরও বলেছিলেন যে তিনি দুর্ঘটনাটি দেখেননি, তিনি দুর্ঘটনার পদ্ধতি সম্পর্কে শুনেছিলেন, যা ০২.০২.২০১৩ এ ঘটেছিল।

১১. পি. ডব্লিউ. ২, চক্ষু সাক্ষী বলেন যে তিনি থানা হাবরার অধীনে সিমুলপুর ঐক্য সম্মেলনীর কাছে চাপড়া কালিতালা বাইপাসের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি নিজের চোখ থেকে দুর্ঘটনাটি দেখেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে নম্বর বহনকারী অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বেপরোয়া ও অবহেলার কারণে গাড়ি চালানো হয়েছিল। ডব্লিউবি-২৫ডি ৮২৪৪ গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং স্বপন পারুই দ্বারা ছিটকে পড়ে এবং পালিয়ে যায় যার ফলে তিনি তার ব্যক্তির উপর গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন এবং তার আঘাতের কারণে মারা যায়।

১২. উত্তরদাতা নম্বর ১/বীমা কোম্পানি কোনও যোগ করতে পছন্দ করেনি দাবিদারদের মামলা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তার পক্ষে প্রমাণ।

১৩. স্ক্যানিং এবং প্রমাণ পর্যালোচনার পর, শিক্ষিত ট্রাইব্যুনাল অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে দুর্ঘটনাটি WB 25D 8244 (মিনি ট্রাক) নম্বরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলাজনিত ড্রাইভিংয়ের কারণে ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত তারিখ, সময় এবং পদ্ধতিতে দুর্ঘটনাটি ঘটেনি বলে বিবাদী/বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও দ্বিমত পোষণ করা হয়নি। আপিলকারীর মতে, শিক্ষিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ খুবই কম। এটি আরও বেশি ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত।

এখন, তাৎক্ষণিক আপিলের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উঠে আসেঃ

i. আপিলকারী/দাবিদার দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সুদ পাওয়ার অধিকারী কিনা।

ii. আপিলকারী/দাবিদার তার প্রকৃত আয়ের ৪০ শতাংশ হারে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পাওয়ার অধিকারী কিনা।

iii. দাবিটি ১০,০০০/- এর পরিবর্তে ৭০,০০০/- টাকার সাধারণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী কিনা বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল এর দ্বারা।

১৪. যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারী/দাবিদার দ্বারা উত্থাপিত বিষয়গুলি, এই আদালত তে গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে চাই

জাতীয় বীমা কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি এবং অন্যান্যরা, সরলা ভার্মা এবং অন্যান্যরা বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন এবং আরেকজন দুটি রায়ই এই বর্তমান সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে কারণ সুপ্রিম কোর্ট দাবিদার, যিনি মৃত্যুতে ভুগছেন, তার পক্ষে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং সাধারণ ক্ষতি এবং গুণক নির্বাচন করার পদ্ধতি ইত্যাদি শিরোনামে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে তাদের নিকটাত্মীয়।

১৫. দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর প্রকৃত আয় এবং দুর্ঘটনার ধরণ সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে তার ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার খরচ বহনের জন্য তার আয়ের ক্ষতির উপর ১/৩ অংশ কর্তন করা হতো।

১৬. অতএব, বিরোধগুলি কেবলমাত্র ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ, সাধারণ ক্ষতিপূরণ, গুণক এবং এই মামলায় স্বার্থ সম্পর্কিত, যেখানে মোটর ট্র্যাফিক দুর্ঘটনার কারণে ভুক্তভোগী মারা গেছেন। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং বিষয়গুলি এই আপিলের আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। অতএব, এই আদালত বিবেচনার জন্য এই বিষয়গুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে চলেছে।

১৭. **ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি ও অন্যান্যদের** [১] মামলায় শীর্ষ আদালত বিশেষভাবে বলেছিল যে, সম্পত্তির ক্ষতি, কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা হওয়া উচিত। আমি এই বিষয়ে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়ার মধ্যে সত্যতা খুঁজে পাই। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীরা ১৫,০০০/- টাকা (সম্পত্তির ক্ষতি হিসাবে), ৪০,০০০/- টাকা (কনসোর্টিয়াম হিসাবে) এবং ১৫,০০০/- টাকার (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় হিসাবে) উপরে উল্লিখিত শীর্ষে সেই পরিসংখ্যানগুলি পাওয়ার অধিকারী। অতএব, আবেদনকারীদের দাবি অনুযায়ী ৭০,০০০/- টাকা নিরাপদে সাধারণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র ১০,০০০/- টাকা যা ৫০০০/- টাকা প্রতিটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খরচ এবং কনসোর্টিয়ামের অধীনে অনুমোদিত।

১৮. ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অধিকার সম্পর্কিত আপিলকারীর উত্থাপিত আরেকটি বিষয় সম্পর্কে, দেখা গেছে যে লর্ন্ড ট্রাইব্যুনাল এই শীর্ষে কোনও পরিমাণ অর্থ জমা দেয়নি। এই বিষয়ে, উপরোক্ত প্রণয় শেঠির মামলায় (উপরে উল্লিখিত) সুপ্রিম কোর্টও প্রস্তাবটি নির্ধারণ করেছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং গণনার পদ্ধতির দিকে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপঃ

"যদি মৃত ব্যক্তি স্ব-নিযুক্ত হন বা নির্দিষ্ট বেতনে থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠিত আয়ের ৪০ শতাংশ যোগ করা ওয়ারেন্ট হতে হবে যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কম।

---

[১] (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি. ৬৮০

২৫ শতাংশ যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং ১০ শতাংশ যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে সেখানে গণনার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রতিষ্ঠিত আয় মানে আয় বিয়োগ কর উপাদান।"

১৯. উপরের পর্যবেক্ষণ এবং শীর্ষ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবের আলোকে, আবেদনকারীরা মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের ৪০ শতাংশ অতিরিক্ত পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী, যিনি পূর্বোক্ত সাধারণ ক্ষতির পাশাপাশি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য ৪০ বছরের কম বয়সী ছিলেন। এই আদালতকে মৃত ব্যক্তির প্রকৃত আয় সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানগুলি স্পর্শ করার প্রয়োজন নেই, যা প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা থেকে বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা হিসাবে নেওয়া হয়েছিল।।

২০. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী জোরালোভাবে বলেন যে দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগীর প্রকৃত বয়স ছিল ২৯ বছর। তার যুক্তি প্রমাণ করার জন্য, তিনি ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড উল্লেখ করেছেন (প্রদর্শনী ৮ হিসাবে চিহ্নিত) কিন্তু বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে তার বয়স পি.এম. এর ভিত্তিতে ৩৫ বছর বলে মনে করেছে। দলের মৌখিক নির্দেশে প্রতিবেদনটি দেওয়া হলেও তা ভুল। এটি রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদান থেকে প্রকাশ করে যে দাবিকারীরা তাদের দাবির আবেদনে শিকারের বয়স ২৯ বছর উল্লেখ করেছেন; পি.ডব্লেউ. ১ তার সাক্ষ্যপ্রমাণে আরো জানিয়েছে, ভিকটিমটির বয়স ২৯ বছর এবং

তার প্রকৃত বয়স দেখানোর জন্য আরও প্রদর্শিত ভোটার পরিচয়পত্র। সুতরাং, ভোটার পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে দুর্ঘটনার সময় প্রকৃত বয়স ২৯ বছর ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই কারণ উক্ত কার্ডটি অনেক আগে তৈরি করা হয়েছিল। আরও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং, ভুক্তভোগীর বয়স কমানোর প্রশ্নই ওঠে না। তদনুসারে, তার দুর্ঘটনা/মৃত্যুর সময় ভুক্তভোগীর বয়স ২৯ বছর হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অতএব, ভুক্তভোগীর বয়স ২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে পড়ে বিবেচনা করে গুণক ১৭ হবে।

সরলা ভার্মা এবং অন্যান্য বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন এবং আরেকজন [২] একটি এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে করা পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে **ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি এবং অন্যান্যদের** মধ্যে উক্ত পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে সেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গুণক নির্বাচন সরলা ভার্মা মামলার অনুচ্ছেদে যেমন নির্দেশিত হয়েছে তেমনই হবেঃ

এম-১৮ (১৫ থেকে ২৫ বছর)

এম-১৭ (২৬ থেকে ৩০ বছর)

এম-১৬ (৩১ থেকে ৩৫ বছর)

এম-১৫ (৩৬ থেকে ৪০ বছর)

এম-১৪ (৪১ থেকে ৪৫ বছর)

এম-১৩ (৪৬ থেকে ৫০ বছর)

এম-১১ (৫১ থেকে ৫৫ বছর)

এম-৯ (৫৬ থেকে ৬০ বছর)

এম-৭ (৬১ থেকে ৬৫ বছর)

---

[২] (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১

এম-৫ (৬৬ থেকে ৭০ বছর)

২১. যতদূর সুদ সম্পর্কিত, দাবিদার দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে চূড়ান্ত আদায় পর্যন্ত সুদ পাওয়ার অধিকারী। এখানে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে সুদের অনুমতি দেয়নি, বরং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার তারিখ থেকে ৬ শতাংশ হারে সুদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কলকাতার মাননীয় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে সুদের অনুমতি দেওয়ার সময় এই আদালত আস্থা পায় একটি মামলায় **রেখা দত্ত এবং অন্যান্যরা বনাম রাম অবতার লোহিয়া এবং আরেকজন** [৩] যেখানে এই আদালত তা বলেছিল যেঃ

"আমাদের মতে, ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে যে সুদ একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেয়।' এই প্রসঙ্গে, অলোক শঙ্কর পান্ডে বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য মামলায় সুদ প্রদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না। এআইআর ২০০৭ এসসি ১১৯৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছে:

"এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুদ সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে। সুদ মোটেও কোন জরিমানা বা শাস্তি নয়, বরং এটি মূলধনের উপর স্বাভাবিক বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, যদি A কে B কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হত, ধরুন 10 বছর আগে, কিন্তু সে আজ তাকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাহলে সে সুদটি পকেটে ফেলেছে

---

[৩] ২০০৯ (৩) টি এ সি (ক্যাল) ৭৮৩

মূল পরিমাণ। যদি A ১০ বছর আগে B কে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করত, তাহলে B সেই পরিমাণ অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করত এবং তার উপর সুদ পেত, কিন্তু তার পরিবর্তে A সেই পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে রেখে দিয়েছে এবং এই সময়ের জন্য তার উপর সুদ অর্জন করেছে। অতএব, ইক্যুইটি দাবি করে যে A কেবল মূল পরিমাণই নয় বরং তার উপর সুদও B কে ফেরত দেবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২২. এই আদালতের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলের কথা মাথায় রেখে, ক্ষতিপূরণের গণনা নিম্নরূপ পুনরায় মূল্যায়ন করা হয়ঃ

ক্ষতিপূরণ গণনা

মাসিক আয়	৩০০০/- টাকা
বার্ষিক আয় (৩০০০/- টাকা x ১২)	৩৬,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ভুক্তভোগীর আয়ের @ ৪০ শতাংশ	১৪,৪০০/- টাকা
মোট আয়	৫০,৪০০/- টাকা
কমঃ ছাড় ১/৩ মোট বার্ষিক আয়ের (ব্যক্তিগত দিকে এবং জীবনযাত্রার খরচ)	১৬,৮০০/- টাকা

কাটার পর মোট আয়	৩৩,৬০০/- টাকা
নির্ভরতার মোট ক্ষতি ৩৩,৬০০/- টাকা X ১৭ (গুণক)	৫,৭১,২০০/- টাকা
যোগ করুনঃ সম্পত্তির ক্ষতি	১৫,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ	১৫,০০০/- টাকা
যোগ করুনঃ কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি	৪০,০০০/- টাকা
মোট ক্ষতিপূরণ	৬,৪১,২০০/- টাকা

২৩. সুতরাং, আপিলকারী/দাবীদাররা আরও ২,৪৭,২০০/= টাকা (৬,৪১,২০০/- টাকা বিয়োগ করে ৩,৯৪,০০০/- টাকা (যা ইতিমধ্যেই শিক্ষিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ) বর্ধিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, যার উপর দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থাৎ ০২.০৩.২০১৩ থেকে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণের উপর বার্ষিক ৬% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে।

২৪. বীমা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে যে, দাবিদাররা ইতিমধ্যেই ৩,৯৪,০০০/= টাকা পেয়েছেন। যদি তাই হয়, তাহলে দাবিদাররা প্রদত্ত পরিমাণের উপর ৬ শতাংশ হারে সুদের অধিকারী হবেন ৩,৯৪,০০০/- টাকা দাবি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে অর্থাৎ ০২.০৩.২০১৩ থেকে পূর্বোক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের চূড়ান্ত প্রদান পর্যন্ত।

২৫. বিবাদী নং ১-বীমা কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, বর্ধিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অর্থাৎ ২,৪৭,২০০/= টাকা (দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশ টাকা) এবং উপরে উল্লিখিত সুদ চেকের মাধ্যমে বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, কলকাতা হাইকোর্টের অফিসে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে।

২৬. জ্ঞাত রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা, উপরে উল্লিখিত বর্ধিত পরিমাণ এবং সুদ জমা করার পরে, যথাযথ সনাক্তকরণের পরে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে পরিমাণটি ছেড়ে দেবে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর মূল্যানুসারী কোর্ট ফি প্রদানের যাচাই সাপেক্ষে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান করা না হয়, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল তার রায় এবং ২০ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের রায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং পদ্ধতিতে।

২৭. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাৎক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয় খরচ হিসাবে অর্ডার ছাড়া।

২৮. ফলস্বরূপ, ২০২০-এর সিএএন ১ এবং ২০২০-এর সিএএন ২-ও এইভাবে, উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিভাগকে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

এই রায় এবং তথ্যের জন্য বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের কাছে রায় প্রদানের পূর্বে আপিলের স্মারকলিপি থেকে আপিলকারী নং ২ এর নাম।

২৯. বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় তারিখ ২০শে নভেম্বর, ২০১৯ শুধুমাত্র উপরোক্ত পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে।

৩০. এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হোক তথ্যের জন্য অবিলম্বে।

৩১. সকল পক্ষকে কলকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার কপি ব্যবহার করতে হবে।

৩২. সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর এই রায় এবং আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট কপি পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal